Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ
সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ৫০ নয়া পয়সা। ২৲ দুই টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ

সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা ২৫ নয়া পয়সা

নগদ মূল্য ছয় নয়া পয়সা

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক

জল গম্বুজের নিকট

পোঃ বহরমপুর ঃ মুর্শিদাবাদ

জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা

★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।

★ যথা সম্ভব কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।

★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।

★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।

জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

৪৫শ বর্ষ } রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—২৪শে অগ্রহায়ণ বুধবার ১৩৬৫ ইংরাজী 10th Dec. 1958 { ৩০শ সংখ্যা
১৯শে অগ্রহায়ণ ১৮৮০ শকাব্দ

মনোমত
সুন্দর, সস্তা আর মজবুত
জিনিষ যদি চান তা হ'লে

আরতির
"রাণী রাসমণি"
শাড়ী ও ধুতি কিনুন।

কাপড়কে সব দিক থেকে আপনাদের পছন্দমত করার সকল যত্ন সত্ত্বেও যদি কোন ত্রুটি থাকে, তাহ'লে দয়া ক'রে জানাবেন, বাধিত হ'ব এবং ত্রুটি সংশোধন করবো।

আরতি কটন মিলস্ লিঃ
দাশনগর, হাওড়া।

লিভার ও পেটের পীড়ায়
কুমারেশ

দূরের মানুষ কাছে হয়
ফটো যদি সঙ্গে রয়
রঘুনাথগঞ্জ থানার উত্তরে শ্রীঅরুণ ব্যানার্জ্জীর ষ্টুডিওতে
অনুসন্ধান করুন।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৪শে অগ্রহায়ণ বুধবার সন ১৩৬৫ সাল।

মানচিত্র না অপমান-চিত্র ?

—০—

স্বাধীনতা লাভের অল্পদিন পরেই যখন হানাদারগণ কাশ্মীর আক্রমণ করিল, তখন ভারতীয় সৈন্যগণ তাদের তাড়াইয়া প্রায় সীমানার বাহির করিয়া দেয় আর কি। খুব জোর ১ দিন কি ২ দিন পরেই তাহাদের এলাকা ছাড়িয়া প্রাণ লইয়া পলাইতে হয়। এমন সময়ে কোন্ বন্ধুবেশী শত্রু ভারতের সর্ব্বেসর্ব্বা কর্ত্তা ব্যক্তিকে এক কুপরামর্শ দিল—এদের না তাড়াইয়া যেখানে আছে সেইখানে থাকিতে দিয়া রাষ্ট্র সঙ্ঘে গিয়া এদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হউক। ভারত রাজ্যের রণভীত কর্ত্তার রুচিসম্মত হওয়ায় তিনি তাহারই ব্যবস্থা করিলেন। দেশে অতি সামান্য ব্যক্তিও জানে—ঋণের শেষ আর রণের শেষ রাখিতে নাই। কোনও কালে রাজ্য শাসন করে নাই, ডাকাইতকে ঘরে বসাইয়া তাদের বিরুদ্ধে নালিশ করিতে যায় যে মালিক তিনি আইনজ্ঞ হইলেও অজ্ঞতায় ভরা!

শেষ অবধি হানাদারগণ বিবাদী শ্রেণীভুক্ত হইয়া বিচারাধীন মামলার পক্ষ হইয়া দাঁড়াইল। দেখা গেল হানাদারগণ পাকীস্থানী ছাড়া আর কেহ নয়। কাশ্মীর সমস্যা শেষ হইত হানাদারদের তাড়াইয়া দিলেই। নিজের বুদ্ধি দোষে শত্রুর কুপরামর্শকে সৎপরামর্শ ভাবিয়া এই অনর্থ। বেশ, যাদের সঙ্গে কাশ্মীর লইয়া শত্রুতা চলিল, তাদের শত্রু বলিয়াই জানা দরকার। রাষ্ট্রপুঞ্জে মামলা চলিতেই থাকিল। পাকীস্থানীদের সঙ্গে মিতালী করিতে হয়, এ মামলাও মিটাইয়া মিতালী কর। তা না করিয়া ও বিবাদ চলে চলুক চুক্তি হইল নেহেরু ও লিয়াকত আলী অর্থাৎ ভারত ও পাকীস্থানের প্রধান মন্ত্রী দুজনের মধ্যে। মূর্খ লোকেরাও বলে—

"একদিন যার সনে হয়েছে শত্রুতা,
পুনঃ তার সনে যেন করো না মিত্রতা।
শত্রুর সহিতে যেবা মিত্রতা আচরে
অশ্বতরী গর্ভ ধরে মরিবার তরে।"

(শত্রুর সহিত মিত্রতা আচরণ অশ্বতরীর (কাঁকড়ার) গর্ভধারণ তুল্য) অর্থাৎ কাঁকড়া গর্ভবতী হলেই সে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। নেহরু চুক্তি মানিয়া চলিয়াছিলেন কিন্তু পাকীস্থানী প্রধান মন্ত্রী লিয়াকৎ আলী যখন তখনই মুষ্টি উত্তোলন করিয়া নেহরুর এবং ভারতের বিরুদ্ধে আস্ফালন করিতেন।

রাষ্ট্রপুঞ্জের এজলাসে কাশ্মীর মামলা বিচারাধীন আছে এখনও শেষ হয় নাই। লিয়াকৎ অর্থাৎ পাকীস্থানী প্রধান মন্ত্রী পাকীস্থানে নিহত হইয়াছেন।

পাকীস্থানের ফিরোজ খাঁ নুন রাষ্ট্রপুঞ্জের আদালতে কাশ্মীর মামলায় পাকীস্থানের পক্ষে সওয়াল জবাবকারীরূপে ভারতের বিরুদ্ধে তদ্বিরাদি কবিবার জন্য বাহাল থাকিতে থাকিতে করাচীতে পাকিস্থানের প্রধান মন্ত্রী হইলেন। তখন পাকীস্থানী সৈন্যরা যখন যেখানে সুবিধা পায় ভারত সীমান্তে গুলী গোলা চালাইয়া ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলে। বিশ্বশান্তির অগ্রদূত ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল নেহরু **"জিস্‌কা কাটে উস্‌কা কাটে ধোবীকা ক্যা জায়"** এই মনে করিয়া সবেগম নুন সাহেবকে দিল্লীতে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া পশ্চিম বাংলা ও আসামের কতক কতক অংশ তাঁহাকে অর্পণ করিয়া নিজে নির্ঝঞ্চাট হইবার জন্য এক চুক্তি করিলেন। পুরাতন মামলা (কাশ্মীর জম্মু) যেমন রাষ্ট্রপুঞ্জে বিচারাধীন আছে তাই থাকিল।

সংস্কৃত নীতিতে বলে—

শত্রুণা নহি সন্দধ্যাৎ
সুশ্লিষ্টে নাপি সন্ধিনা
সুতপ্তমপি পানীয়ং
শময়ত্যেব পাবকম্।

অর্থ—মনোমত সুন্দর সর্ত্তেও শত্রুর সহিত সন্ধি করিবে না। আগুন জলকে যতই উত্তপ্ত করুক না কেন সে আগুনে পড়িলেই তাকে নিবিয়ে দিবে।

জহরলালের পাণ্ডিত্যে এ সব নাই। নুনের সঙ্গে চুক্তি করিয়া ভারতের অনেক স্থান ছিট মহল নাম দিয়া নুনের হস্তে অর্পণ করিলেন। পাকীস্থান নাকি চুক্তির বহির্ভূত টুকেরগ্রাম নামক একটি জনপদও দখল করিয়া বসিয়াছে।

গণতন্ত্রশাসিত ভারতে কাজে কর্ম্মে দেখা যায় গণতন্ত্র মানে জহরলাল। পাক অর্থাৎ পবিত্র হস্তে দান কার্য্য সমাধা করিয়া দানের ঘা খাইলেন লোকসভায়। শুনিলেন সংবিধান অনুসারে তাঁহার দান-বিক্রয়-হেবা-হস্তান্তরের ক্ষমতা নাই। তাঁহার সম্প্রদায় অর্থাৎ কংগ্রেস সংখ্যায় বৃহত্তম। তিনি ন্যায় করুন অন্যায় করুন সবই সংবিধান সম্মত হবেই। একটা গল্প মনে হলো—কালীপূজার পাঁঠা মনে করিয়া এক পুরোহিত পণ্ডিতজী শীতলা দেবীর মানসার পাঁঠা বলি দিয়াছেন। শীতলার সেবাইত যখন বলিল শীতলার কাছে আমি এখন কি বলি দিব। কালীর পুরোহিত বড় পণ্ডিত, তিনি কাটা পাঁঠা শীতলার স্থানে নিয়ে গিয়ে মন্ত্র পড়লেন—ভুল ভ্রান্তিস্থ কালীস্থ বলিদানস্থ কাটা পাঁঠা শীতলায় নমঃ। পণ্ডিত জহরলালের যা ক্ষমতার বহির্ভূত তাই ক'রে ফেলে ভারতের একছত্র অধিপতি হিসাবে। আগে অর্পণ ক'রে পরে সংবিধানে তাঁর ক্ষমতা যোগাড় করার চেষ্টা চলিতে লাগিল। প্রদত্ত জনপদগুলি পশ্চিম বাংলার এলাকার কাজেই কালীর পুরোহিতকে শীতলা তলায় আইন করার জন্য মাথা নত করিতে হইল। পশ্চিম বাংলা সরকারের লিগ্যাল রিমেমব্র্যান্সার—শ্রী কে. কে. হাজারা। মত দিয়াছেন—পশ্চিম বাংলা সরকার ইহা করিতে পারেন না।

আমরা শ্রীহাজারাকে বহুদিন পূর্ব্বে মুর্শিদাবাদের দায়রা জজরূপে পাইয়াছিলাম। তিনি তাঁহার বিবেকের একটুকুও বাহিরে জান না। এক খুনের মোকদ্দমায় সমস্ত জুরী আসামীকে নির্দ্দোষ বলেন। তিনি জুরীদের পুনরায় বিবেচনা করিতে বলেন। তাঁহারা আবার সকলেই আসামীকে নির্দ্দোষ

বলিলেন—শ্রীযুক্ত হাজারা মামলা হাইকোর্টে পাঠালেন হাইকোর্ট আসামীকে ফাঁসির আদেশ দিয়াছিলেন।

প্রধান মন্ত্রী মহাশয় সংবিধান বহির্ভূত কাজ ক'রে তো এই এক বিভ্রাট ঘটিয়েছেন। ভারতের মান্যগণ্য কর্ম্মচারী সীমানা জরিপের জন্য পাকিস্থানে গেলে তাঁহার লাঞ্ছনা এমন কি সস্ত্রীক গেলে স্ত্রী-এরও যে অপমান করে তাহা লিখিয়া লেখনী কলঙ্কিত করিতে ইচ্ছা হয় না।

রাষ্ট্রপুঞ্জে কাশ্মীর মামলা বিচারাধীন এই অবস্থায় সেই বিচারালয়ে একখানি মানচিত্র টাঙানো হইয়াছে তাহাতে কাশ্মীর জম্মুকে পাকীস্থানের সামীল করিয়া অঙ্কিত হইয়াছে। ভারতীয় পক্ষ হইতে জিজ্ঞাসা করায় বিচারক পক্ষ উত্তর দিয়াছেন —চিত্রকরের ভুল। আমরা বলি এটা মানচিত্র করিতে ভারতের অপমান-চিত্র করা হয়নি তো। বিচারাসনের অপমান (কন্‌টেম্প্‌ট্ অব্‌ কোর্ট) হয় না কি?

আরও মোটর বাস আবশ্যক

রঘুনাথগঞ্জ হইতে মোড়গ্রাম ষ্টেশন পর্য্যন্ত প্রতিদিন চারিবার (প্রতিবারে একখানি করিয়া) মোটর বাস যাতায়াত করে। এই রুটে যাত্রীর আধিক্য হওয়ায় যাত্রিগণ গাড়ীর ছাদে ও ফুটবোর্ডে দাঁড়াইয়া যাইতে বাধ্য হন। প্রতিবারে দুইখানি করিয়া গাড়ী থাকিলে যাত্রিগণকে এই দুর্ভোগ ভোগ করিতে হয় না। এই বিষয়ে মুর্শিদাবাদের মাননীয় জেলা শাসক ও জঙ্গিপুরের মাননীয় মহকুমা শাসক মহোদয়গণের এবং জেলার পরিবহন কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতেছে।

নির্য্যাতিত রাজনৈতিক কর্ম্মীদের পোষ্যবর্গের শিক্ষা সুবিধা

নির্য্যাতিত রাজনৈতিক কর্ম্মীদের পোষ্যবর্গের শিক্ষা গ্রহণে সরকারী সাহায্যদান পরিকল্পনাটি চূড়ান্তভাবে স্থির করা হইয়াছে। আগামী শিক্ষা মরশুম হইতে তাঁহারা এই সুবিধা পাইবেন। এজন্য ১৯৫৯-৬০ সালে প্রায় ৬ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া অনুমান করা হইতেছে। —প্রেঃ ইঃ ব্যুঃ

চিত্রকরের ভুলে

আঁকতে দিলাম নারীমূর্ত্তি
খোপা বাঁধা চুলে,
মাংস চর্ম্ম উড়ে গেল
চিত্রকরের ভুলে।

জমি বিক্রয়

জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যালিটির ৫নং ওয়ার্ডে সদর রাস্তার উপর ১০ শতক জমি বিক্রয় হইবে।

শ্রীদিগম্বর চট্টোপাধ্যায়
রঘুনাথগঞ্জ।

লিভার ও পেটের পীড়ায়

কুমারেশ

বিশ্বস্ততার প্রতীক

গত আশী বছর ধরে জবাকুসুম কেশ তৈল প্রস্তুতকারক হিসাবে সি, কে, সেনের নাম সবাই জানেন তাই খাটী আমলা তেল কিনতে হলে সি, কে, সেনের আমলা তেল কিনতে ভুলবেন না। সি, কে, সেনের আমলা তেল কেশবর্দ্ধক ও স্নায়ু স্নিগ্ধকর।

সি, কে, সেনের

আমলা কেশ তৈল

সি, কে, সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা-১২

দি আর্ট ইউনিয়ন প্রিণ্টিং ওয়াকস

৫৫।৭, গ্রে ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

টেলিগ্রাম : "আর্ট ইউনিয়ম" টেলিফোন : বড়বাজার ৪১৮

প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ের
যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং
বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি
ও
ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়,
কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটী, ব্যাঙ্কের
যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি
সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে প্রস্তুত ও ডেলিভারী হয়

আমেরিকায় আবিষ্কৃত

ইলেকট্রিক সলিউসন

— দ্বারা —

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়ঃ—

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাঁহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমুর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ১৷৷০ টাকা ও মাশুলাদি ১৶০ এক টাকা তিন আনা।

সোল এজেণ্ট :—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা
ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

অরবিন্দ এণ্ড সন্স

মহাবীরতলা পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)

ঘড়ি, টর্চ, ফাউণ্টেন পেন, চশমা, সেলাই মেসিনের পার্টস্, সাইকেলের পার্টস্ এখানে নূতন কিনিতে পাইবেন।

এখানে সকল প্রকার সেলাই মেসিন, সাইকেল, ফটো-ক্যামেরা, ঘড়ি, টর্চ, টাইপ রাইটার, গ্রামোফোন ও যাবতীয় মেসিনারী সুলভে সুন্দররূপে মেরামত করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক
সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত

জঙ্গিপুর সংবাদের ক্রোড়পত্র
২৪শে অগ্রহায়ণ, ১৩৬৫. ইং ১০ই ডিসেম্বর, ১৯৫৮

বৃদ্ধ শিল্পীকে সাহায্য

বিগত ২৩শে নভেম্বর ভরতপুর ব্লক ডেভেলপমেণ্ট অফিসে বালুচর বুটিদার শাড়ীর বৃদ্ধ কারিকর শ্রীহেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে সাহায্য দিবার জন্য এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় মুর্শিদাবাদ জেলার বহু গণ্যমান্য সরকারী ও বেসরকারী ভদ্রমহোদয় উপস্থিত ছিলেন। কুটির-শিল্প বিভাগের উপমন্ত্রী সাহেবজাদা সৈয়দ কাজেম আলি মির্জ্জা পশ্চিম বঙ্গ সরকারের পক্ষ হইতে শিল্পীকে ২০০০৲ দুই হাজার টাকা প্রদান করেন। শিল্পীর বৃদ্ধ বয়সে এই সাহায্য প্রাপ্তিতে বিশেষ উপকার হইবে সন্দেহ নাই। ইহা ছাড়া মাসিক সাহায্যের ব্যবস্থা করিলে আরও ভাল হইত।

WANTED

Wanted an experienced 'Assesment Clerk' cum-Typist for the Jangipur Municipality on a monthly pay of Rs. 40/- plus usual M. D. A. & G. D. A. The candidate who will be appointed will have to work in other Departments according to the direction of the Commissioners if so required. None need apply if he has got no previous experience in Municipal Works. The candidate must have read upto Matric Standard. Applications to reach the undersigned on or before 18-12-58.

Chairman,
Jangipur Municipality,
P.O. Raghunathganj
(Murshidabad).

সরকারী বিজ্ঞপ্তি

নিম্নলিখিত রুটে বাস চালাইবার স্থায়ী পারমিট প্রার্থী দরখাস্তকারীদের নামের তালিকা যতদূর সম্ভব বিশদ বিবরণীসহ মুর্শিদাবাদের আঞ্চলিক পরিবহন প্রাধিকারীর নোটিস বোর্ডে এবং সে সঙ্গে জেলার প্রত্যন্ত মহকুমাগুলির নোটিস বোর্ডে টাঙ্গাইয়া দেওয়া হইয়াছে—(ক) রাধারঘাট—বেলগ্রাম ভায়া কান্দী রুট; (খ) ধুলিয়ান—ফরাক্কা রুট; (গ) কান্দী—ঝিকারহাটি রুট; (ঘ) ধুলিয়ান—নিমতিতা রুট। এই নোটিস প্রকাশিত হইবার ৩০ দিনের মধ্যে এই সম্পর্কে কোন আবেদন (representation) থাকিলে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর কর্ত্তৃক তাহা গৃহীত হইবে। প্রাপ্ত দরখাস্ত এবং আবেদনসমূহ কোন সময়ে এবং কোন স্থানে বিবেচিত হইবে উহা যথা সময়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানানো হইবে॥ ২। যে সকল ব্যক্তি জনসাধারণের ব্যবহার্য যানের পারমিটের জন্য অথবা যাত্রিবাহী যানের পারমিট রি-নিউ করিবার জন্য দরখাস্ত করিয়াছেন তাঁহাদের নামের তালিকা মুর্শিদাবাদের আঞ্চলিক পরিবহন প্রাধিকারীর নোটিস বোর্ডে এবং সে সঙ্গে জেলার প্রত্যন্ত মহকুমাগুলির নোটিস বোর্ডে টাঙ্গাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এই সম্পর্কে কোন আবেদন থাকিলে নিম্ন স্বাক্ষরকারী কর্ত্তৃক নোটিস প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে তাহা গৃহীত হইবে এবং ঐ সকল আবেদন বিবেচিত হইবার সময় এবং স্থান সংশ্লিষ্ট সকলকে যথা সময়ে জানান হইবে। এম-এন পাল, সেক্রেটারি, আঞ্চলিক পরিবহন প্রাধিকার, মুর্শিদাবাদ।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।